সংবাদ

তারিখ ... 2 ২ FEB 2005
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭

শিবির ক্যাডার হলে আট খুন মাফ

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে জোড়াখুনের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামির সাজা মওকুফ করে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি। সেই আসামির এই বিরল সৌভাগ্যের কারণ ছিল সে বিএনপির নেতা। এবার আসামির তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে চট্টগ্রামের চাঞ্চল্যকর আট খুনের মামলার এক আসামিকে। সৌভাগ্যবান এই আসামির নাম মিয়া মোহাম্মদ তৌফিক। আর তার এই 'সৌভাগ্যের কারণ হচ্ছে' সে জোট সরকারের শরিক জামাতে ইসলামীর সহযোগী সংগঠন শিবিরের ক্যাডার। এই পরিচয়ের মাজেজা এমন যে, 'ক্রসফায়ার' থেকে ক্ষমতাসীন বিএনপির অনেক নেতাকর্মী রেহাই না পেলেও শিবির ক্যাডাররা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে নিয়মিতভাবে। খোদ চট্টগ্রামের বিএনপি নেতারাই অনেকদিন থেকে এই অভিযোগ উত্থাপন করে আসছেন প্রকাশ্যে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্রলীগের ছয়জন নেতাকর্মীসহ আটজনকে প্রকাশ্যে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়েছিল ২০০০ সালের ১২ জুলাই। এ ঘটনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির ক্যাডার তৌফিকসহ ২২ জনকে আসামি করে মামলা হয়। আসামিদের মধ্যে ছয়জন জেলে, তৌফিকসহ তিনজন জামিনে এবং বাকি ১৩ জন এখনও পলাতক। এর মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রামের দুর্ধর্ষ কয়েকজন সন্ত্রাসীও। এসব পলাতক আসামিকে বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতার করেও অদৃশ্য হাতের ইশারায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। সর্বশেষ মিয়া মোহাম্মদ তৌফিকের নাম আসামির তালিকা থেকে বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য কোন রাখঢাক করা হয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিজেই তা প্রত্যাহার করে তাঁর কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে দ্বিতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে। এ প্রসঙ্গে পিপি বা সরকারি উকিল বলেছেন, রাষ্ট্র যদি আসামির নাম প্রত্যাহার করে নেয় তাতে আমার করার কিছু নেই। সত্যিই তো, রক্ষকই যদি ভক্ষক হয় তাহলে তিনি কী-ই বা করতে পারেন!

আমাদের রাষ্ট্র শাহ এএমএস কিবরিয়া এমপি, আহসানউল্লাহ মাস্টার এমপি, আইভি রহমান, হুমায়ুন আজাদ ও অধ্যাপক ইউনুসের মতো মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারে না। নিরাপত্তা দিতে পারে না সাংবাদিক, লেখক ও সংস্কৃতি কর্মীদের। প্রায় প্রতিদিন ঘোষণা দিয়ে দেশের সর্বত্র বোমা হামলা হলেও তাদের ধরা দূরে থাক, শনাক্ত পর্যন্ত করতে পারে না। কিন্তু তারা রাজনীতির নামে কিংবা অন্য নানা অজুহাতে চিহ্নিত অপরাধীদের ছেড়ে দিতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের রয়েছে নজিরবিহীন দক্ষতা। জামাত-বিএনপি জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রায় ৭০ হাজার সন্ত্রাসীকে ছেড়ে দিয়েছে কারাগার থেকে। সম্প্রতি বিএনপি দলীয় এক সংসদ সদস্যকে একই কায়দায় অব্যাহতি দেয়া হয়েছে একটি মামলা থেকে। অথচ সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বর্তমান সরকারই তার বিরুদ্ধে এই মামলাটি দায়ের করেছিল। সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে এভাবে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে প্রায়ই দলীয় সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে দেশে-বিদেশে, যা শুধু দেশের ভাবমূর্তিই নষ্ট করছে না বরং দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে ঠেলে দিচ্ছে প্রতিকারহীন এক শোচনীয় পরিস্থিতির দিকে।

এ অবস্থা যে চলতে পারে না সেটা বলছেন সকলেই। এদের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় দাতারা যেমন আছে, তেমনি আছেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও। কিন্তু সরকার এসব গ্রাহ্য করছে বলে মনে হচ্ছে না। বরং তারা নিজেদের কাজে ও আচরণে বেজায় সন্তুষ্ট বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। এটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক দিক। সম্প্রতি 'সংবাদ'-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন দেশের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমান। তবে তিনি এও বলেছেন যে, এ ধরনের ভয়াবহ একটি পরিস্থিতিতে দেশের বিবেকবান মানুষ হিসেবে লেখক-শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীসহ সচেতন জনগোষ্ঠীর যেভাবে সোচ্চার ভূমিকা পালন করা উচিত সেটারও অভাব রয়েছে। ফলে একদিকে যেমন অর্থহীন হয়ে পড়ছে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন, তেমনি মানুষ ক্রমেই অবলম্বনহীন হয়ে পড়ছে। বড় ধরনের গণজাগরণ ছাড়া এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে কি?